সমকাল

কুবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, ২ দিন পরীক্ষা স্থগিত

প্রকাশ: ১০ সেপ্টেম্বর ২২ । ২১:২৩ | আপডেট: ১০ সেপ্টেম্বর ২২ । ২১:২৩

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ। ছবি-সমকাল

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হল ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় সব ধরনের চূড়ান্ত পরীক্ষা দুই দিনের জন্য স্থগিত করেছে প্রশাসন।

শনিবার সন্ধ্যায় সমকালকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

অধ্যাপক আবদুল মঈন বলেন, আমরা সংঘর্ষের কথা বিবেচনা করে সাময়িক স্থগিত করেছি পরীক্ষা। এ ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।

জানা যায়, এর আগে টানা দুই দিনের সংঘর্ষে সংবাদকর্মীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে জুমার নামাজের পর তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই হলের নেতাকর্মীদের মাঝে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ওইদিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্রলীগ কর্মী আবরারকে বিনা উস্কানিতে মারধর করেন বঙ্গবন্ধু হলের আকরাম ও সালাউদ্দিন সোহাগ নামে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত সাড়ে ১২টার দিকে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ায় উভয় হলের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এসময় তাদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এসময় বিভিন্ন নেতাকর্মীর হাতে লাঠি, রডসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দেখা যায়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলা এই সংঘর্ষ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।

শুক্রবার রাতের ঘটনার পরই উভয় হলের ফটক বন্ধ রাখে হল প্রশাসন। তবে দুপুর বেলা খাবারের জন্য কয়েকজন বিচ্ছিন্নভাবে হল থেকে বের হতে থাকে। দুপুর ২টার দিকে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও নজরুল হল ছাত্রলীগ কর্মী তানভীর আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে খেতে গেলে তাকে মারধর করে বঙ্গবন্ধু হলের কয়েকজন কর্মী।

পরে এ ঘটনার জের ধরে ফের উত্তপ্ত হয়ে পড়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর উভয় হলের নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকে প্রধান ফটকে। এক পর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যেই ইট পাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এসময় দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এবিএস ফরহাদ আহত হন।

এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু হলের আবাসিক শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাদাৎ মো. সায়েম, একই হলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাশার সাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক পাপন মিয়াজী, ছাত্রলীগ কর্মী কাউসার, সেলিম, মিরহাম রেজা, রাশেদ, বিজয় ও কাজী নজরুল ইসলাম হলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাজমুল হাসান পলাশ, একই হলের কর্মী বায়েজিদ আহমেদ বাপ্পী, ফয়সাল, কামরুল, সাগর দেবনাথ, এমরান, আশিক, জামন, জয়রাজ, তানভীর, নাহিয়ান ও নাজিমসহ অন্তত ২৫ জন হন। এর মধ্যে বায়েজিদ আহমেদ বাপ্পীর অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন তাঁর সহপাঠীরা।

এ ঘটনায় কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেবাশীষ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শাখা ছাত্রলীগ বসে বিষয়টি মীমাংসা করবে। আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক স্থানে আছি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ইলিয়াস হোসেন সবুজ বলেন, এমন ঘটনা এই কমিটির প্রথম। হয়তো এটা আমাদের ব্যর্থতা। দুই হলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আমি অভিযোগ শুনেছি। ভিডিও ফুটেজ দেখে আমি ব্যবস্থা নেব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) কাজী ওমর সিদ্দিকী বলেন, আমরা বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। আগামীকাল হলের প্রাধ্যক্ষদের সঙ্গে বসে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

© সমকাল ২০০৫ - ২০২২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com